গাভী আর বন্ধ্যা–

অরবিন্দ সিংহ

অস্তগামী সূর্যের এক আঁচল রৌদ্র একটা জড়গ্রস্থ শিমূল গাছে এসে পড়েছে। আর তার রোগা শিশু গুলির ধরনীর মস্তক থেকে একটা দুটো চুল ঝরে পড়ছে ধরণীর বুকে। সেইগুলি বহু কষ্টে তুলে তুলে খাচ্ছে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা গাভী। অবশ্য তার গলার দড়িটার বৃত্তায়তনে। সামনে সর্পাকারে শুয়ে আছে রেললাইন। এখুনি একটা যন্ত্রদানব আসবে। আসবে নয় ঐ আসছে। এমন সময় এক ব্যস্ত নারী এসে দাঁড়ালো। গাভীটি একবার মুখ তুলে দেখলো। তারপর তার পাঘাটা (দড়িটা) দিয়ে বন্ধ্যাটিকে দ্রুত জড়িয়ে ফেললো। নারীটি তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, "আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে। আমি–।" গাভীটি তখন জলভরা চোখে বললো, "আমিতো চার সন্তানের মা, আমাকে একবার দেখ না।"

জেলেও জালে পড়ে–

আমাদের জেলেরা সবাই জানতো, আমি একজন বাঘা জেলে। আমার জালের ভিতর মাছ থাকা মানে নির্ঘাত মাছটা ধরা পড়বেই। মিথ্যে বলে লাভ নেই। সত্যিই মাছ ধরা পড়তোই। কিন্তু লজ্জার কথা, আমি যে প্রতিদিন একটা জালের মধ্যে মাছের মতো ছটপট করে মরতাম,তা কিন্তু কেউ জানতে না। বা অন্য জেলেরা মরতো কিনা তাও জানি না। অথচ আমার ছটপটানিতে কয়টা প্রাণ অনায়াসে বেঁচে যেতো।

অরবিন্দ সিংহ, কোলকাতা, ২৩/০২/২০০৭